দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ...

0.18

ছাত্রদের কর্মসংস্থান

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ এ মাসেই শুরু হবে। সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে এই প্রকল্পের অধীনে চারজন ছাত্রের জন্যে একটি করে মিনিবাস দেয়া হবে এবং শিক্ষিত বেকাররা যাতে বইয়ের ব্যবসা করতে পারেন সে জন্যে সাহায্য করা হবে। প্রকল্পের কাজ প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সীমিত থাকবে। পরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে তা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে বলে জানানো হয়েছে।

আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের যেকোন প্রকল্পকেই আমরা স্বাগত জানাই। এই দরিদ্র দেশে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন বেশি, কিন্তু সুযোগ তেমনি কম। এখানে ছাত্রদের কাজ থাকলে সুবিধা হয়। কারণ অধিকাংশ অভিভাবক এত দরিদ্র যে লেখাপড়ার খরচ বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশ্য ছাত্রদের পড়ার ফাঁকে চাকরি করার রেওয়াজ অন্যান্য দেশেও আছে। এর ফলে ছাত্ররা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। পড়ার খরচ ও হাতখরচটা অন্তত নিজেই ব্যবস্থা করতে পারে। আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে উপযোগী হবে বলেই আমাদের ধারণা।

ছাত্ররা মিনিবাস চালাবে, বইয়ের ব্যবসা করবে এসবই সুন্দর পরিকল্পনা। ছাত্রদের জন্যে কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ করার কথা ভাবা হচ্ছে। আমরা মনে করি ছাত্রদের সাহায্যে স্কুল পরিচালনা করা সম্ভব। আমাদের দেশে ভাল স্কুলের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকতা করে তাহলে এ অভাব পূরণ হয়। অনেক ছাত্র গৃহশিক্ষকের কাজ করেও থাকে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ কাজ করা সম্ভব হলে ছাত্রদের সুবিধা হবে বলেই মনে হয়। উৎপাদনশীল খাতে ছাত্ররা কিছু করতে পারে কিনা তাও চিন্তা-ভাবনা করা যায়। ছাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকার কথা। তাদের জীবনীশক্তি আছে, কর্মশক্তিও। তাদের এই শক্তি সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হলে সমাজ উপকৃত হবে। ছাত্ররাও অবশ্যই উপকৃত হবে।